"অপরিচিতা"

পাঠ-পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরি সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকায় "অপরিচিতা" গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। গল্পটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭) ।

"অপরিচিতা" গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ম"অপরিচিতা" গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারি-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি।

মূল বক্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র:

"অপরিচিতা" ছোটগল্পে এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রধান চরিত্র হিসেবে রয়েছে অনুপম, কল্যাণী, অনুপমের মামা ও শম্ভুনাথ সেন। এ ছাড়া কাহিনি সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে অনুপমের মা, বিনুদা, হরিশ ও শম্ভুনাথের ডাক্তার বন্ধু।

'অপরিচিত' গল্পের নায়ক এম এ পাস অনুপম এ গল্পের কথক। বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল ২৩ বছর। বর্তমান বয়স ২৭বছর। গল্পের শুরুতে অনুপমকে গুণহীন, ব্যক্তিত্বহীন ভূমিকায় দেখা গেলেও পরবর্তীতে তার মানসিকতার পরিবর্তন হয়।

কল্যাণী এই গল্পের নায়িকা। শিক্ষিতা, সহজ, সরল ও প্রাণচঞ্চল চিত্তের অধিকারী মাতৃহীন কল্যাণী চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সে অন্যায়ের সাথে আপোসহীন এক মানবীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তার বাবার নাম শম্ভূনাথ সেন। গল্পের নানা ঘটনা প্রবাহে আমরা কল্যাণীকে পরোপকারী, শিক্ষয়িত্রী, ও ত্যাগী দেশভক্ত নারী হিসেবে দেখতে পাই।

বাবা মারা যাবার পর অনুপমের অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত হয় তার মামা। পুরো গল্পে আমরা তাকে যৌতুকলোভী, স্বার্থপর , হীন মানসিকতাসম্পন্ন এক চতুর মানুষ হিসেবে দেখতে পাই। অনুপম-কল্যাণীর বিয়ে ভাঙার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী দায়ী অনুপমের এই মামা।

বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় অনুপম। সে হারায় তার মনোরাজ্যের সেই অপরিচিত প্রেয়সীকে। এক বছর পর ট্রেনে দেখা হয় তাদের, ট্রেন থেকে নামার সময় সে জানতে পারে এ সেই কল্যাণী। অনুপমের বোধের পরিবর্তন আসে। মা ও মামা উভয়কে উপেক্ষা করে অনুপম ছুটে যায় কানপুরে। শম্ভূনাথ বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শম্ভূনাথ বাবু ক্ষমা করলেও কল্যাণী বলে, "আমি বিবাহ করিব না।" তবু অনুপম আশা ছাড়ে না। কল্যাণীর আশেপাশে থেকে তাকে প্রতিনিয়ত দেখেই সে খুশি। অনুপমের একটি উক্তি এখানে তুলে ধরা হলো: "তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কণ্ঠ শুনি যখন সুবিধা পাইতার কিছু কাজ করিয়া দিই- আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।"

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১। অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী?

উত্তর: বিনুদা

২। কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে?

উত্তর: 'কন্সর্ট' শব্দের অর্থ কী?

৩। 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল?

উত্তর: এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল ।

৪। বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল?

উত্তর: বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

৫। কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল?

উত্তর: কল্যাণী কানপুর স্টেশনে নেমেছিল।

৬। অনুপমের পিতার পেশা কী ছিল?

উত্তর: অনুপমের পিতার পেশা ছিল ওকালতি।

৭। বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে কে খুশি হলেন না?

উত্তর: বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে মামা খুশি হলেন না।

৮। 'গাড়িতে জায়গা আছে'- এ উক্তিটি কার?

উত্তর: 'গাড়িতে জায়গা আছে'- উক্তিটি কল্যাণীর।

৯। মামার একমাত্র লক্ষ্য কী ছিল?

উত্তর: মামার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তিনি কারো কাছে ঠকবেন না।

১০। অনুপম তাড়াহুড়োর মধ্যে স্টেশনে কী ফেলে এসেছিল?

উত্তর: অনুপম তাড়াহুড়োর মধ্যে স্টেশনে একটা ফটোগ্রাফ তোলার ক্যামেরা ফেলে এসেছিল।

১১। বিয়ে ভাঙার পর কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করেছে?

উত্তর: বিয়ে ভাঙার পর কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে।

১২। 'ধনুক- ভাঙা পণ' বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: 'ধনুক-ভাঙা পণ' বলতে অতি কঠোর পণ বা প্রতিজ্ঞ বোঝায়।